ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ধূমপানে আসক্ত ছিলেন বিদ্যা বালান

পৃঃ ৫

জোড়া গোলে মায়ামিকে জেতালেন মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১১৯ ● কলকাতা ● ২০ বৈশাখ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৩ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মাধ্যমিকের চতুর্থ স্থানা রয়েছে

হুগলির তপজ্যোতি মণ্ডল

হুগলি: নিউজ সারাদিন : প্রথম থেকেই প্রথমে! ছোটবেলা থেকে দ্বিতীয় হতে শেখেনি হুগলির তপজ্যোতি মণ্ডল। প্রত্যেকবারই সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে সে। পড়াশোনাই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। আর এই অধ্যবসায়ই জীবনের বড় পরীক্ষায় সাফল্য এনে দিল তপৎজ্যোতিকে। তবে প্রথম নয় এই বছরের মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে সে।দিনের বেশিরভাগ সময় বাড়িতে মা-বাবার কাছেই পড়াশোনা করত তপজ্যোতি। তাই ছেলে যে ভালো রেজাল্ট করবে সেনিয়ে আশবাদী ছিলেন বাবা সব্যসাচী মণ্ডল ও মা অদিতি মণ্ডল। পেশায় তাতারপুর হাই স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক সব্যসাচীবাবু ছেলের সাফল্য নিয়ে জানান, ছেলে যে ভালো রেজাল্ট করবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। এক থেকে দশের মধ্যে যে তপজ্যোতি থাকবে সেই আশাও ছিল। আর সেই প্রত্যাশা মতোই চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ছেলের নাম। গান-বাজনা ও কবিতা লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তপজ্যোতির। ক্লাস ওয়ান থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি গান গাওয়া তার অন্যতম সখ। বই পড়ার পাশাপাশি কবিতার বইও তপজ্যোতির পছন্দ। বৃহস্পতিবার চলতি বছরের মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াকে টেক্কা দিয়ে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে হুগলির আরামবাগ কামারপুকুরের তপজ্যোতি। ৯৮.৫৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে কামারপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এই ছাত্র। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০। ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করার স্বপ দেখে সে। তপজ্যোতির কথায়, সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকতে বারণ করতেন বাবাই।

সুদীপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনড় কুণাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর কলকাতায় বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত থাকায় বুধবার দলের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে কুণাল ঘোষকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু তার পরেও সুদীপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনড় কুণাল।তবে তাঁকে পদ থেকে সরানোর ব্যাপারে কুণাল বলেন, আমি পদের পরোয়া করিনা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি কুণাল ঘোষ নামটা বললেই যেন মানুষ চিনতে পারে। পদের দরকার যেন না হয়। কিন্তু এর পরেও কুণাল বলেন, ডেরেক ও ব্রায়েন পিওনের মতো কাল আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই, আমাকে যদি শোকজ করা হয়, তাহলে দেবকে কেন করা হবে না? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিঠুন চক্রবর্তীকে গদ্দার বলেছেন। কিন্তু দেব বলছেন, উনি গদ্দার বলবেন না। তার মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চ্যালেঞ্জ করা। এর পরেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না কেন! তাঁর কথায়, দলে শৃঙ্খলার অবশ্যই দরকার আছে। কিন্তু দেখতে হবে তা যেন শৃঙ্খল হয়ে না যায়।বৃহস্পতিবার কুণাল ফের বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেখা উচিত বিরোধী রাজনীতি কাকে বলে!

কুণাল যে কথা বলছেন, এক সময়ে সেই কথাটাই বলতেন তাপস রায়। তা হল, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না। কেন সংসদে ও সংসদের বাইরে মোদীকে দেখলেই আদিখ্যেতা করেন? তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি লেলিয়ে দিয়েছে বিজেপি, তা নিয়ে চুপ কেন সুদীপ?

কুণাল ঘোষও এদিন সেই মৌলিক প্রশ্নটাই তোলেন। তাঁর কথায়, শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন, তা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এটা মানতেই হবে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে এবং বিজেপির নেতা হিসাবে শুভেন্দু পরিশ্রম করছেন। গোটা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন। তাঁর দলের জন্য যে কাজটা করার দরকার সেটা করছেন। কিন্তু সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় তৃণমূলের নেতা হলেও তাঁকে একবারও নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করতে শোনা যাচ্ছে না কেন? এই যে অমিত শাহ, জেপি নাড্ডারা বাংলায় এসে এত কথা বলে যাচ্ছেন, কেন তার পাল্টা বলছেন না সুদীপ!

নিয়োগ দুর্নীতি রায়ের ওপর

আগামী দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২২ সাল থেকে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে শোরগোল রাজ্যে। সমতলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির পর গত বছর শেষের দিকে পাহাড়েও নিয়োগে কেলেঙ্কারির একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। এ অবস্থায় জিটিএ'তে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।পরে এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু হয় সিবিআই তদন্ত। এই একই মামলায় জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ ৮জনের নামে এফআইআর দায়ের করে রাজ্য পুলিশ। যাতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ নাম রয়েছে বিনয় তামাং, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ হাবড়ার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা বুবাই বোস, স্কুল পরিদর্শক প্রাণগোবিন্দ সরকার-সহ রাজন্যা হালদারের স্বামী প্রান্তিক চক্রবর্তীরও। সেই মামলাতে হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত করছিল সিবিআই। এদিন এজেন্সি তদন্তের ওপর স্থগিতদেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত।তবে এদিন উচ্চ আদালতের সেই রায়ের ওপর আগামী দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সম্প্রতি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। যদিও তাতে কোনো সুরাহা হয়নি। এরপর সোজা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ

এরপর ৩ পাতায়

ভিতরে মনে হয় কেউ রয়েছে.'

আকাশ থেকে ভেঙে পড়ল ভারী গোলাকার যন্ত্র, ধসে গেল দোতলা বাড়ি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাড়ির ছাদ ভেঙে মাটি ফুঁড়ে ঢুকে গেল ধাতব গোলক! এমন ঘটনাতেই হইচই পড়েছে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত ইকরা এবং যাদুডাঙা গ্রামে। সকাল ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, এই ঘটনা 'মহাজাগতিক'। অনেকে দাবি করেছেন, কোনও উল্কাপিণ্ড এসে পড়েছে তাঁদের গ্রামে।ইকরা গ্রামের বাসিন্দা ভৈরব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সকালে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম আকাশ থেকে কিছু একটা উড়ে এসে পড়ল সামনের বাড়িতে। প্রচণ্ড আওয়াজ করে মাটিতে ঢুকে গেল। আমার মনে হচ্ছে মহাজাগতিক কিছু। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত।" অন্য এক বাসিন্দা অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "মনে হচ্ছে গরমে উল্কাপিণ্ড এসে পড়েছে। বাদ্যকর পরিবারের এক জন মেয়ে আহত হয়েছে। ওর শরীর পুড়ে গিয়েছে। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা।"যদিও পুলিশের অনুমান, স্থানীয় কারখানার মেশিন ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড গতিতে ছিটকে যাওয়ার কারণেই এই বিপত্তি।

এরপর ৩ পাতায়

চন্দ্রচূড় সেন

এবছর মাধ্যমিকে প্রথম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চন্দ্রচূড় সেন, কোচবিহারের এই ছেলের নাম আজ নক্ষত্রখচিত। কোচবিহার রামঘোলা স্কুলের ছাত্র চন্দ্রচূড় সেন এবছর মাধ্যমিকে প্রথম। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩। কোচবিহারের ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলের সাফল্যে আজ জেলায় উৎসবের মেজাজ। সাফল্যের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছিল চন্দ্রচূড়ের কাছে।তাঁর বক্তব্য, "অধ্যাবশায়ের মধ্যে দিয়ে নিজের লক্ষ্যকে আত্মস্থ করা। সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করা।"পড়াশোনা ছাড়া আবৃত্তি চর্চা, গান, ড্রয়িং, গল্প, শিল্পকলা সঙ্গে জড়িত চন্দ্রচূড়। আগামী প্রজন্মের জন্য চন্দ্রচূড়ের পরামর্শ, "কনসেপ্ট গ্রো করতে হবে। কেবল মুখস্থ করলে চলবে না। আমাদের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র দেখলেই বোঝা যাবে, অনেক কিছুই কনসেপ্ট বেসড ছিল। পাঠ্যপুস্তক খুটিয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে সহায়িকা বইও রাখতে হবে। লিখে লিখে অভ্যাস করাকে গুরুত্ব দিতে

এরপর ৩ পাতায়

মাধ্যমিকের ফলাফলে মেধা তালিকায়

প্রথম দশে এবার জায়গা করে নিয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ৬ ছাত্র

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন : মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত রাখা হয় তাঁদের ছাত্রদের। সেটাই সাফল্যের কারণ বলে মনে করছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ। মাধ্যমিকের ফলাফলে এবার জয়জয়াকার এই আবাসিক বিদ্যালয়ের। এই আবাসিক বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতাই স্কুলের পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ। তিনি বলেন, "আমাদের স্কুলের ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। সেটাও সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়। কারণ মোবাইলে ডুবে থাকলে ছোটদের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আরও অনেক দিকে মন চলে যায়। তাই আমরা এই দিকটায় খুব খেয়াল রাখি। এছাড়াও

এই আবাসিক বিদ্যালয়ে সবকিছুই সময় মেনে করতে হয় ছাত্রদের। এই নিয়মানুবর্তিতাও ওদের সাফলেয়র চাবিকাঠি।"

সোনারপুরের সারদা বিদ্যাপীঠের দুই পরীক্ষার্থীও এবার মাধ্যমিকের ফলাফলে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ৬৮৬ পেয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে সন্দীপন মান্না। ঈশান বিশ্বাস ৬৮৫ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে। মাধ্যমিকের ফলাফলে মেধা তালিকায় প্রথম দশে এবার জায়গা করে নিয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ৬ ছাত্র। তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম স্থানে রয়েছে মিশনের ছাত্ররা। ৬৯১ পেয়ে মেধা তালিকার তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে নৈরিত রঞ্জন পাল। ৬৮৮ পেয়ে অলিভ গায়েন ষষ্ঠ স্থান, ৬৮৭ পেয়ে আলেখ্য মাইতি সপ্তম স্থান দখল করেছে। ৬৮৫ পেয়ে এই আবাসিক স্কুলের দুই ছাত্র ঋতব্রত নাথ ও ঋত্বিক দত্ত নবম স্থানে রয়েছে। ৬৮৪ পেয়ে দশম স্থানে রয়েছে শুভ্রকান্তি জানা।

সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য

বড় বদল আনল রাজ্য সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলছে লোকসভা নির্বাচন ।আগামী ৭ মে তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণ। এরই মাঝে সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় বদল আনল রাজ্য সরকার । ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের আওতায় থাকা ডিরেক্টোরেট অফ ট্রেজারি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস একটি নোটিশ জারি করেছে।নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এই সবকটি অফিসই মির্জা গালিব স্ট্রিটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিভিল ডিফেন্স বিল্ডিংয়ে অবস্থিত পুরনো 'পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস' অফিস ১-এর নতুন ঠিকানা হচ্ছে ১১এ মির্জা গালিব স্ট্রিটে পুরনো খাদ্য ভবনের চার তলায়।৩০ এপ্রিল জারি করা সেই নির্দেশিকায় রাজ্য সরকারি কর্মী এবং পেনশনভোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

ডিরেক্টোরেট অফ ট্রেজারি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসের জারি করা নির্দেশিকায় কলকাতায় অবস্থিত দু'টি 'পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস' অফিসের ঠিকানা বদলের কথা জানানো হয়েছে। আগের জায়গা থেকে দু'টি অফিসকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্য অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের স্বাক্ষর করা সেই নোটিশে জানানো হয়েছে, কলকাতায় পেনশন ডিসবার্সমেন্ট সেলের ঠিকানাও বদল করা হচ্ছে। আগামী ৯ মে, বৃহস্পতিবার থেকে এই দু'টি 'পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস' অফিস এবং পেনশন ডিসবার্সমেন্ট সেল নতুন ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে নতুন ঠিকানায় কাজ শুরু হবে।

একই সঙ্গে জানানো হচ্ছে জহর বিল্ডিংয়ে অবস্থিত 'পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস' অফিস ২-এর নতুন ঠিকানা হচ্ছে পুরনো খাদ্য ভবনের ৩ এবং ৪ তলায়। অর্থাৎ এখন থেকে সরকারি কর্মী এবং পেনশনভোগীদের নিজেদের প্রয়োজনে এই নতুন ঠিকানায় যেতে হবে। আগামী সপ্তাহ থেকে আর পুরোনো ঠিকানায় গিয়ে কাজ হবে না।

মাধ্যমিকে প্রথম দশের মধ্যে নদীয়ায় ২

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : মাধ্যমিকে প্রথম ১০ এর ৫৭ জন পড়ুয়ার মধ্যে নদিয়া জেলা থেকে দুইজন অগ্রাধিকার পেল। চলতি বছর মাধ্যমিকে পাশ করেছে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫২ জন। বৃহস্পতিবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯লক্ষ ২৩ হাজার ৬৩৬ জন। রাজ্যের মধ্যে নদীয়া জেলা থেকে প্রথম দশ জনের মধ্যে দুইজন ছাত্র অগ্রাধিকার পেয়েছে। মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করল নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ঋদ্ধি মল্লিক। ঋদ্ধি মল্লিকের প্রাপ্ত নাম্বার ৬৮৬। আগামী দিনে সে ডাক্তার হতে চায় এবং মেডিকেল নিয়ে পড়াশোনা করবে। দৈনিক পাঁচ সাত ঘন্টা পড়াশোনা করতো। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদানের পাশাপাশি মা-বাবা সহ বাড়ির দাদু দিদা ঠাকুমা সকলেরই অবদান রয়েছে বলে সে জানায় এই ভালো রেজাল্ট করার জন্য । চাকদহ রামলাল একাডেমীর ছাত্র জীশু দত্ত নবম স্থান অধিকার করেছে।

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয় ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যুগ্মভাবে নবদ্বীপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে শুভঙ্কর বিশ্বাস ৬৬৮ নম্বর পেয়ে। ভাগীরথী বিদ্যাপীঠের ৬৬৮ নাম্বার পেয়েছে শসী কীর্তনীয়া। বকুলতলা বিদ্যালয়ের অপরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৭,দেব জিৎ দাস ৬৬৩, সৌমেন সাহা ৬৫৬ পেয়েছে।

নবদ্বীপে মেয়েদের মধ্যে তারা সুন্দরী স্কুলের সায়নী দে ৬৫০ নম্বর মধ্যে প্রথম হয়েছে।

রবিবার আবহাওয়া বদলাতে পারে,

এই পূর্বাভাস তো মিলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাতেও নেই স্বস্তি। নেই ভোরের বাতাসেও স্নিগদ্ধতা। স্নান সেরেও দরদরিয়ে ঘামে ভিজে যাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। কলকাতা তো বটেই, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া হলে তো কথাই নেই। ট্রেনে-বাসে জানালা খুললেই আগুনে হাওয়ার ঝটকা মুখে এসে লাগছে। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পরও কার্যত স্বস্তি ফিরছে না। পয়লা বৈশাখের পর থেকেই বাংলায় গরম বেড়েই চলেছে। সূর্যের তেজ এতটাই বাড়ছে যে, সানস্ট্রোকে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে এরাজ্যে। মূলত রাজ্যের বাইরে দিল্লিতেও পারদ সপ্তমে। কিন্তু এরাজ্যে বাড়তি যন্ত্রনা হল আর্দ্রতা। গরম লেগে ঘাম বেরিয়ে শরীর থেকে নুন-জল নিমেশে নেমে যাওয়ায় বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যায়। সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টে অবধি খুব প্রয়োজন না হলে বাইরে বের হতে নিষেধ করা

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালির 'বাঘ' শাহজাহানের দাপট এখন উধাও

উত্তর ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন : ভাই আলমগীর সহ শাহজাহানের বেশ কয়েকজন সঙ্গী এখন জেলবন্দি। কয়েকদিন আগে বসিরহাট আদালত থেকে ফেরত যাওয়ার সময়ে পুলিশ ভ্যানেই শেখ শাহজাহানকে কাঁদতে দেখা যায়। সন্দেশখালির 'বাঘ' শাহজাহানের দাপট এখন উধাও।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁদের অভিযোগ সঠিক কিনা যাচাই করতে নথিপত্র দেখেন ও তাঁদের বয়ান রেকর্ড করেন। সিবিআই আধিকারিকদের অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, ২০২১ এর নির্বাচনের পর শেখ শাহজাহানের গুন্ডাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এইসব জমি লুঠ করেছে। ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে পারেনি। এখন তাঁদের পূর্বপুরুষদের জমি ফিরে পেলে আবার রুজি-রোজগারের পথে ফিরতে পারবে।গত কয়েকদিনে শাহজাহান ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখল করে নেওয়ার ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়েছে সিবিআই পোর্টালে। সেই অভিযোগের তদন্তেই রাজবাড়ি এলাকায় গেলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। অভিযোগকারী বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বললেন তাঁরা।

তদন্তকারীদের সামনে পেয়ে তাঁদের উপর হওয়া অন্যায়-অবিচারের কথা জানালেন অভিযোগকারীরা। অধিকাংশেরই অভিযোগ, তাঁদের অনেক জমি আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে শাহজাহান ও তাঁর বাহিনী লুঠ করেছে। এখন তাঁরা সিবিআইয়ের কাছে নালিশ জানিয়ে সেই জমিই ফেরত পেতে চান। সিবিআইয়ের অনুমান, আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে যে বেআইনি অস্ত্র ভাণ্ডার মজুত ছিল সেই অস্ত্র দিয়েই গ্রামের মানুষকে ভয় দেখাত শাহজাহান বাহিনী। ওই মজুত রাখা বিদেশি অস্ত্রের একাংশ শেখ শাহজাহানের, এমনটাই দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা বলছেন, গ্রামবাসীরা তাঁদের অভিযোগে জানিয়েছেন, শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ প্রসেন গায়েন ও জিয়াউদ্দিন মোল্লা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে একাধিক জমি লুঠ করেছে।

জিয়াউদ্দিন এখন ইডি হেফাজতে রয়েছেন। তিনি সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। সেই পঞ্চায়েতের সদস্য প্রসেন গায়েন। সুন্দরখালি ও লাউখালি গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক

এরপর ৩ পাতায়

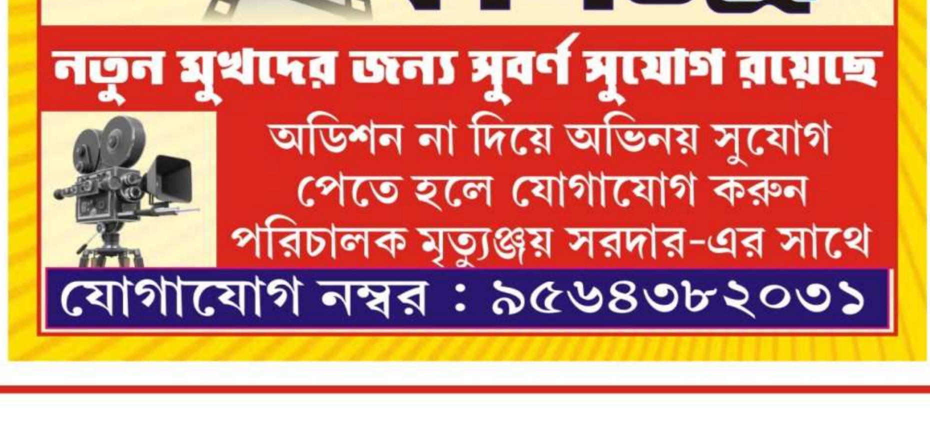

অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজীর

৯৬ তম জন্মজয়ন্তী-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

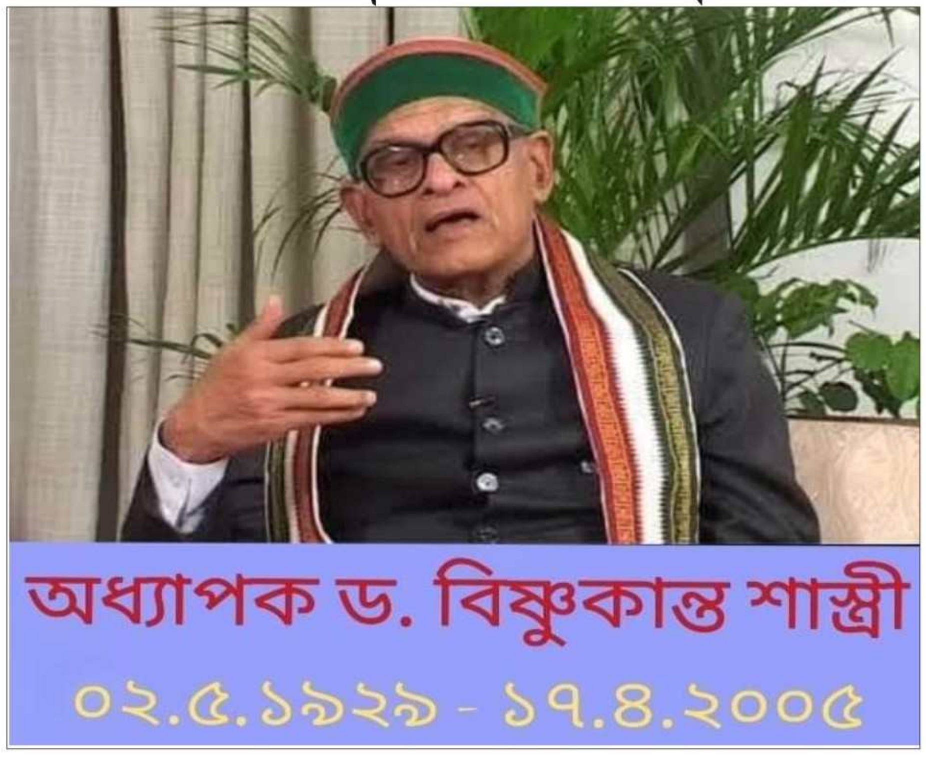

শ্যামল বণিক, নিউজ সারাদিন : শাস্ত্রীজী ১৯২৯ সালের ২ রা মে কলকাতায় জন্ম গ্রহন করেন। পিতা পন্ডিত গাঙ্গেয় নরোত্তম শাস্ত্রী, মাতা রূপেশ্বরী দেবী। আদি নিবাস কাশ্মীর।

শিক্ষা শুরু সারস্বত বিদ্যালয়ে। পেসিডেন্সি কলেজ থেকে BA পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে LLB পাশ করেন এবং ১৯৫২ সালে MA পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী সময়ে বেণারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানপুরের সাহুজী মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ডি.লিট সন্মানে ভুষিত হন।

১৯৪৪ সালে RSS এর সাথে যুক্ত হন। শাস্ত্রীজী সংঘ শিক্ষায় (OTC) শিক্ষিত। প্রথম বর্ষের OTC তে যাওয়ার বিষয়ে শাস্ত্রীজীর পিতা আপত্তি করেন, কারন ওনাদের পরিবার ছিল গোড়া কাশ্মীরী হিন্দু। ক্যাম্পে পংঙি ভোজনে ছোয়া-ছানি হবে এটা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না, সুতরাং সংঘ শিবিরে যোগদান অসম্ভব। তখন সংঘের অধিকারী শাস্ত্রীজীর পিতার সাথে দেখা করেন সম্মতি আদায়ের জন্য, শেষে রফা হয় শিবিরে যোগ দিতে পারবে, যদি বাড়ীর খাবার খাওয়ার অনুমতি পায়। একমাত্র ব্যাতিক্রমী ঘটনা, সংঘের অধিকারী শাস্ত্রীজীর পিতার প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় শাস্ত্রীজীর পক্ষে সংঘ শিক্ষা সম্ভব হয়েছে এবং সমাজ একজন প্রকৃত সেবককে পেয়েছেন।

১৯৫৩ সালে ইন্দিরা দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হন, ১৯৮৮ সালে স্ত্রী বিয়োগ হয়। একমাত্র কণ্যা শ্রীমতী ভারতী শর্মা।

১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৯৪ সালের ২রা মে হিন্দি বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহন করেন। শাস্ত্রীজী অনেক পুস্তক রচনা করেছেন, ওনার লেখা পুস্তক শুধুমাত্র ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

শাস্ত্রীজীর রাজনৈতিক হাতেখড়ি, কলকাতা মহানগরের ABVP সভাপতি হিসাবে। তারপর অখিল ভারতীয় জনসংঘের কাজে জরিয়ে পড়েন।

১৯৭৭ সালে কলকাতার জোরাসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জনতা পার্টির প্রতীকে বিধায়ক নির্বাচিত হন, ১৯৮২ পয্যন্ত বিধায়ক ছিলেন।

১৯৮০ সালে জনতা পার্টির বিভাজন এবং বিজেপি প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রীজী প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বিজেপিতে যোগদান করেন। শাস্ত্রীজী প্রথমবার ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সভাপতি ছিলেন, দ্বিতীয় বার ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সভাপতির দ্বায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯২ সর্ব ভারতীয় সহঃ সভাপতি ছিলেন। ১৯৯২ সালে উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত হন, মেয়াদ শেষ হয় ১৯৯৭ সালে। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সকলের নিকট ছিলেন জনপ্রিয়। প্রত্যেকের সাথে ছিল মধুর সম্পর্ক।

১৯৯৯ সালে ২রা ডিসেম্বর হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল এর দ্বায়িত্বভার গ্রহন করেন। ২০০০ সালের ২৩ শে নভেম্বর পয্যন্ত রাজ্যপাল ছিলেন।

২৪শে নভেম্বর ২০০০ সালে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহন করেন। ২০০৪ সালের ২রা জুলাই পয্যন্ত শাস্ত্রীজী রাজ্যপাল ছিলেন। রাজ্যপাল হিসাবে শাস্ত্রীজী খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ।

২০০৫ সালের ১৭এপ্রিল পাটনায় শ্রীমদ ভগবত গীতা প্রবচনে অংশ নেওয়ার জন্য দানাপুর এক্সপ্রেসে রওনা হয়েছিলেন। ১৭ই এপ্রিল ট্রেনেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

★ শাস্ত্রীজীর কর্মজীবন থেকে আনেক কিছু শেখার আছে, আমি ব্যাক্তিগত ভাবে ওনার স্নেহ পেয়েছি, মৃত্যুর দীর্ঘ ১৯ বছর বাদেও আমার স্মৃতিতে বিষ্ণুজী জাগ্রত। জয়তু বিষ্ণুজী।

শ্রমিক দিবসে তাপস রায়ের সমর্থনে সভা

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : শ্রমিক দিবসে উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কে শ্রমিক দিবসের সভার আয়োজন করেছিল বিজেএমসি। বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু জানান, ওই বৈঠকে বিজেপির লোকসভা প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে একটি সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য নেতা বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরী, তাপস রায়, বিজেপি উত্তর কলকাতার সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, বিজেএমসি জাতীয় সম্পাদক ও উত্তর কলকাতার সভাপতি রাজু আয়েঙ্গার, বিজেএমসি রাজ্যের কার্যনির্বাহী সভাপতি সুবীর কাঞ্জিলাল, বিজেএমসি রাজ্য সম্পাদক অভিক রায়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেএমসি মহিলা রাজ্য সভাপতি রুমা মাইতি, বিজেএমসি উত্তর কলকাতার সাধারণ সম্পাদক নেপাল চক্রবর্তী, ডায়মন্ড হারবার সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান এবং উত্তর কলকাতা বিজেপির সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মীরা।

১-ম পাতার পর

নিয়োগ দুর্নীতি রায়ের ওপর আগামী দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

হয় রাজ্য সরকার। আর তাতেই মিলল স্বস্তি।

পাহাড় নিয়োগ দুর্নীতিতে এক বেনামি চিঠি নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছিল সিবিআই। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে জিটিএ এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়। পরে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতে ওই বছরই মার্চ মাসে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। প্রাথমিক, আপার প্রাইমারি ও উচ্চ বিদ্যালয় সব মিলিয়ে বহু অভিযোগ সামনে আসে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ছাড়াই ৭০০ জনের বেশি শিক্ষককে পাহাড়ে নিয়োগ করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা। যার তদন্ত করছিল সিআইডি।

১-ম পাতার পর

ভিতরে মনে হয় কেউ রয়েছে.' আকাশ থেকে ভেঙে পড়ল ভারী গোলাকার যন্ত্র, ধসে গেল দোতলা বাড়ি!

ইকরা গ্রামের স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সকাল ৯টা নাগাদ তাঁরা আকাশ থেকে দু'টি গোলাকার ধাতব বস্তুকে তীব্র গতিতে নীচের দিকে ধেয়ে আসতে দেখেন। এর মধ্যে একটি গোলক গ্রামের বাসিন্দা অনিল বাদ্যকরের দোতলা বাড়ির ছাদের একাংশ ভেঙে দেয়। এর পর মাটির ভিতরে ঢুকে যায় সেটি। অন্য গোলকটি গিয়ে পড়ে মাগারাম বাদ্যকর নামে এক বাসিন্দার উঠোনে। সেটি ছিটকে এসে লাগে বাড়ির কন্যা ঝুলন বাদ্যকরের গায়ে। আহত হন তিনি। তাঁর শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে। এর পর ওই গোলকটি মাটির ভিতরে ঢুকে যায়। ঝুলনকে বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ধাতব গোলক পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মঙ্গল মুর্মু এবং অনিল বাউড়ি নামে যাদুডাঙা গ্রামের দুই বাসিন্দার বাড়িও। এর পরেই দুই গ্রামে হইচই পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে জামুড়িয়া থানার পুলিশ। ধাতব গোলকটি কী, তা নিয়েও জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে। তবে গোলকটি 'মহাজাগতিক' হওয়ার তত্ত্ব উড়িয়ে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, যাদুডাঙ্গার একটি লোহা কারখানার মোটর ভেঙে এই ঘটনা ঘটেছে। মোটরটি প্রচণ্ড গতিতে ঘুরছিল। সেই সময় সেটি ভেঙে যাওয়ায় মোটরটি খুলে চার ভাগে বেরিয়ে আসে। প্রচণ্ড গতিতে ছিটকে যায় চারটি টুকরো। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত জনতা। কারখানায় ভাঙচুর চালানো হয়। জামুড়িয়া-রানিগঞ্জ মুখ্য সড়ক অবরোধ করেও বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অনেকে।

গ্রামবাসীদের দাবি, যে কারণেই ঘটনাটি ঘটুক না কেন, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করুক প্রশাসন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের বাড়িগুলি মেরামতি এবং আহতদের চিকিৎসার দায়িত্বও প্রশাসনকেও নিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

১-ম পাতার পর

চন্দ্রচূড় সেন এবছর মাধ্যমিকে প্রথম

হবে। কৌতুহল তোমাকে শেখাবে, যে কী করে জিনিস জানতে হয়। সুতরাং জ্ঞানপিপাসাটাকে বাড়াতে হবে।" ব্রেক লার্নিং মেথডে পড়াশোনা করত চন্দ্রচূড়। একাধিক মক টেস্ট দিয়েছিল। আর সেটাই অনুসরণ করতে বলল আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের।কেবল মেধাবী নয়, চন্দ্রচূড় অত্যন্ত সুবক্তা। তার বলা প্রত্যেক কথা অত্যন্ত মন নিয়ে শুনতে ইচ্ছা হবে। প্রত্যেকটা শব্দ ভাবাতে বাধ্য করবে। সকাল থেকেই চন্দ্রচূড়ের বাড়িতে ছিল একটা উৎকণ্ঠা। প্রথম দশে যে ছেলে থাকবেই, তা নিশ্চিত ছিল, কিন্তু উৎকণ্ঠা ছিল স্থান নিয়েই। চন্দ্রচূড়ের বাবা ব্যবসায়ী। মা বরাবর ঘর আর ছেলের পড়াশোনা সামলে এসেছেন। সকাল থেকে চন্দ্রচূড়ের বাবা-মা টিভির সামনে বসেছিলেন। চন্দ্রচূড় বলল, "যখন প্রেস কনফারেন্স চলছিল, আমি ঘরে ছিলাম না, দোতলায় চলে গিয়েছিলাম। যখন নামটা বলল, তখন বাবা-মাই আমাকে ডেকে আনে। আপ্লুত মুহূর্ত অবশ্যই।" চন্দ্রচূড় জানায়, "প্রথম পাঁচে থাকব, এটা ভাবছিলাম। এটা অবশ্য আমার থেকেও বেশি, যাঁরা আমার ওপর প্রত্যাশী ছিলেন, তাঁরা ভাবছিলেন। যাই হোক, তাঁদের প্রত্যাশা বিফলে যায়নি, তাতে আমি আনন্দিত।"নিজের সাফল্যের চাবিকাঠি কী? চন্দ্রচূড়ের কথায়, "সময়ানুবর্তিতা ছিল, তবে রুটিনমাফিক নয়। এরকম কোনও ব্যাপার ছিল না রোজ নির্দিষ্ট এই সময়ই পড়তে হবে।"

বায়োলজি ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি। তারপর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন। সায়েন্স নিয়েই পড়ার ইচ্ছা চন্দ্রচূড়ের। তারপর জয়েন্ট এন্ট্রাস দিয়ে ডাক্তারি পড়া।

একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন করা হয়েছিল চন্দ্রচূড়কে। এই সাফল্যের পিছনে কার কার ভূমিকা রয়েছে। সে প্রশ্নের উত্তরেই চন্দ্রচূড় বলেন. "রেজাল্ট, যেটাকে আমরা বলি একটা মূল্যায়নের পর প্রাপ্ত নম্বর, সেটা এক জন ছাত্রের পক্ষে একাকী সম্ভব হয় না। বাবা-মা, আত্মীয় পরিজন, স্কুলের শিক্ষক, গৃহশিক্ষক সকলের সম্মিলিত নিরলস অধ্যাবশায়, প্রচেষ্টা, সবকিছুই একটা ফলাফল হিসাবে ধরব এই সাফল্যকে। যদিও মাধ্যমিকই চূড়ান্ত নয়। আরও অনেক পথ চলা বাকি। তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করাই আমার অভিষ্ট।"

২ পাতার পর

রবিবার আবহাওয়া বদলাতে পারে, এই পূর্বাভাস তো মিলেছে

হচ্ছে। বারবার এই সচেতনার বার্তা আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে। পাশাপাসি নুন-জল, ওআরএস খেতে বলা হচ্ছে। প্রয়োজনে যদি বাইরে বের হতে হয়, সঙ্গে টুপি, ছাতা রাখতে বলা হচ্ছে।রবিবার আবহাওয়া বদলাতে পারে, এই পূর্বাভাস তো মিলেছে। কিন্তু তার আগে ? অর্থাৎ আজ-আগামীকাল এবং পরশু কেমন থাকবে আবহাওয়া ? সহ্যসীমা পার হয়ে যাবে না তো ? জানাল আবহাওয়া দফতর।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, দুই বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে, আজও পশ্চিমাঞ্চলের এই ৬ টি জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। বাকি জেলাগুলির ক্ষেত্রেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। যদিও দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় আজ এবং আগামীকাল তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি রয়েছে। ৫ মে থেকে তাপপ্রবাহের কবলের বাইরে চলে যাবে অনেক জেলা। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূমে শনিবার পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে তাপপ্রবাহ চলবে আজও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজকেও স্বস্তির কোনও খবর নেই।বেশ কিছু জায়গাতে, যেগুলি মূলত উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাপপ্রবাহের লাল সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য আজও সেই সম্ভাবনা বহাল থাকছে। তবে তাপপ্রবাহের থেকে আগামী দুই দিনের আগে নিষ্কৃতি নেই।

২ পাতার পর

সন্দেশখালির 'বাঘ' শাহজাহানের দাপট এখন উধাও

চাষের জমির চরিত্র বদল করে সেখানে একদিকে ভেরি তৈরি করেছে। অন্যদিকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে জমি কেড়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এদের বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারীদের দাবি, এই ঘটনা বসিরহাট মহকুমা শাসক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরে জানিয়ে কোনও সুফল মেলেনি। আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালির ঘটনা তদন্ত করছে সিবিআই। সিবিআইয়ের ওয়েবসাইটে অভিযোগ করেছেন বীরেন গায়েন, বিনয় গায়েন, চঞ্চল গায়েন, মনোরঞ্জন গায়েন, সুজিত গায়েনরা।

নবীনের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশে সবচেয়ে বেশিদিন রাজ্য শাসন করা মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় দু'নম্বরে তিনি। প্রায় ২৫ বছর ওড়িশার কুরসিতে রয়েছেন। এর মধ্যে একাধিকবার জুটেছে দেশের সবচেয়ে সৎ মুখ্যমন্ত্রীর তকমা। একাধিক সমীক্ষক সংস্থা নবীন পট্টনায়েকের সততার প্রশংসা করেছেন।

ওড়িশার পাঁচবারের মুখ্যমন্ত্রী নবীন ২০০০-এর ৫ মার্চ দায়িত্ব নেন। তার পর থেকে টানা ভুবনেশ্বরের মসনদে রয়েছেন তিনি। তাঁর রোজগারের মূল উৎস মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রাপ্য বেতন। এবং বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ। নবীনের কোনও ঋণ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলাও নেই।সেই নবীন পট্টনায়েকের সম্পত্তির পরিমাণ কিন্তু কম নয়।

বুধবার ওড়িশার হিঞ্জলি কেন্দ্র থেকে ষষ্টবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন তিনি। তাতে সব মিলিয়ে ৭১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ঘোষণা করেছেন তিনি। শেষ পাঁচ বছরে তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি। ২০১৯ সালে ৬৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার।

নবীনের ঘোষিত সম্পত্তির

এরপর ৪ পাতায়

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-এর দিন ৫০ আগে

এই সমারোহে যোগ দিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ

নতুন দিল্লি, ২ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবস - ২০২৪-এর আগে সুরাটে আয়োজন হল 'যোগ মহোৎসব'-এর। শহরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে এই সমারোহে আজ যোগ দেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। ব্যক্তিগত ও সমাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে যোগাভ্যাসের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার বৃদ্ধির সাক্ষ্য দিলো এই আয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আয়ূষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা, আয়ূষ মন্ত্রকের উপমহানির্দেশক শ্রী সত্যজিৎ পাল, নতুন দিল্লির ইন্টার-ইউনিভারসিটি অ্যাক্সিলারেটর সেন্টার এবং বেঙ্গালুরুর ইন্টার-ইউনিভারসিটি সেন্টার ফর যোগিক সাইন্সেসের নির্দেশক অধ্যাপক অবিনাশ চন্দ্র পান্ডে এবং মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগা-র নির্দেশক ডঃ কাশীনাথ সামাগান্ডি প্রমুখ। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে এই যোগ মহোৎসব সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন বৈদ্য কোটেচা। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৩-এ যোগাভ্যাসে সামিল হন ২৩.৫ কোটিরও বেশি মানুষ, যা সারা বিশ্বে যোগাভ্যাসের জনপ্রিয়তাকেই তুলে ধরে। এবছর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়বে, এমনটা প্রায় নিশ্চিত। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-এর ২৫ দিন আগে বুদ্ধগয়ায় একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তিনি আরও বলেন, ২০১৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের তরফে ২১ জুন দিনটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হওয়া এক বড় মাইল ফলক। শারীরিক এবং মানসিক গঠনের ওপর যোগাভ্যাসের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে ওই দিনটি। আমাদের বাসগ্রহের নানা প্রান্তেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা ও কর্মশালার আয়োজিত হয়ে চলছে। দক্ষ যোগ প্রশিক্ষক তৈরি করে তুলতে মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগা-র নির্দেশক ডঃ কাশীনাথ সামাগান্ডি স্বাগত ভাষণে সমবেত সকলকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান। তাঁর নির্দেশনায় ৫ হাজারেরও বেশি উৎসাহী মানুষ কমন যোগা প্রোটোকলে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী সাধারণ যোগাভ্যাসে সামিল হন। সমারোহে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশিষ্ট যোগগুরুদের পরামর্শদান ও বার্তা অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-কে আরও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে আয়ূষ মন্ত্রক, মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগা-র সঙ্গে যৌথ ভাবে '১০০ দিন, ১০০ শহর, ১০০ সংগঠন' অভিযানের আওতায় ধারাবাহিক ভাবে গণ যোগাভ্যাস সমারোহের আয়োজন করে চলেছে। সামিল হয়েছে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা।

রাষ্ট্রপতি অযোধ্যা ভ্রমণ করেছেন;

শ্রী হনুমান গড়ি মন্দির এবং প্রভু শ্রীরাম মন্দির দর্শন করেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ ১ মে, ২০২৪ উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা ভ্রমণ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি প্রভু শ্রীরাম মন্দির দর্শন করেন এবং আরতি করেন। দর্শনের পরে রাষ্ট্রপতি একটি ট্যুইটে জানান, প্রভু শ্রীরামের ঐশ্বরিক বালকমূর্তিটি তিনি দর্শন করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে রাম মন্দির ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির আদর্শের প্রাণবন্ত প্রতীক। রাম মন্দির সকলের কল্যাণে কাজ করার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। তিনি প্রভু শ্রীরামের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন এবং সকল নাগরিকের সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

এর আগে রাষ্ট্রপতি হনুমান গড়ি মন্দিরে যান এবং দর্শন ও আরতি করেন। তিনি রাম মন্দিরে যাওয়ার আগে সরযু নদীর ঘাটে আরতিতে অংশ নেন।

রাষ্ট্রপতি কুবের টিলাতেও পূজা দেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দৈবী পক্ষী জটায়ুর মূর্তিতে। স্বর্গ, মানব সমাজ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যৌথ সহমর্মিতার মূল্যবোধের একটি প্রতীক হিসেবে জটায়ু পূজিত হন আমাদের ঐতিহ্যে।

পদ্ম পুরস্কার ২০২৫-এর মনোনয়ন শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ থেকে শুরু হ'ল অনলাইনে পদ্ম পুরস্কার ২০২৫-এর মনোনয়ন/সুপারিশের প্রক্রিয়া। এ বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মনোনয়ন পেশ করা যাবে। আগামী বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসে পদ্ম পুরস্কার প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টাল (https://awards.gov.in)-এ অনলাইনে পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন/সুপারিশ করা যাবে।

দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল পদ্ম পুরস্কার, যেগুলি পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী নামে পরিচিত। ১৯৫৪ সালে চালু এই পুরস্কার প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রদান করা হয়ে থাকে। শিল্পকর্ম, সাহিত্য, ক্রীড়া, শিক্ষা, মেডিসিন, সমাজ সেবা, বিজ্ঞান ও কারিগরি, শিল্প ও বাণিজ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। পদ্ম পুরস্কারকে সাধারণ মানুষের পুরস্কারে পরিণত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই কারণে এই পুরস্কারের মনোনয়ন/সুপারিশের জন্য দেশের সমস্ত নাগরিকের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুরস্কারের জন্য নিজেরাও মনোনয়ন পাঠাতে পারেন। মনোনয়ন/সুপারিশে বিস্তারিত তথ্য পোর্টালের মাধ্যমে পেশ করতে হবে। সেইসঙ্গে, একটি শংসাপত্রও (সর্বাধিক ৮০০ শব্দ) পেশ করতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইট (https://mha.gov.in) এবং পদ্ম পুরস্কারের পোর্টাল (https://padmaawards.gov.in) -এ 'অ্যাওয়ার্ডস্ অ্যান্ড মেডেল' শিরোনামে বিস্তারিত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। নিয়মাবলী পাওয়া যাবে এই লিঙ্কটিতে - https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx.

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১১৯ সংখ্যা ০৩ মে, ২০২৪ শুক্রবার ২০ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

সিবিআই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই

সিবিআই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এমনই আজব যুক্তি দিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। রাজ্য সরকারের সম্মতি না নিয়ে সিবিআইয়ের একাধিক মামলায় তদন্ত করা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলাতেই এবার কেন্দ্রের তরফে এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে।ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সিবিআই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীবর্গ মন্ত্রকের অধীনস্থ। ফলে শীর্ষ আদালতে সলিসিটর জেনারেলের এই যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। উল্লেখ্য, যে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংঘাত চরমে উঠেছে, সেটি হল সিবিআইয়ের রাজ্যে একাধিক মামলায় তদন্ত করা। জানা যায়, ২০১৮ সালে ১৬ নভেম্বর সিবিআইকে রাজ্যের বিভিন্ন মামলায় তদন্ত করা ও একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানোর বিষয়টি নিয়ে সম্মতিদান প্রত্যাহার করে নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার।এদিন সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি হয় বিচারপতি বি আর গাভাই ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোনও বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে সেই বিষয়ে বিবেচনা করার অধিকার সংবিধানের ১৩১ নম্বর ধারা দিয়েছে। সংবিধানের এই ধারাকে অপব্যবহার করা উচিত নয়। একইসঙ্গে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও মামলা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে করেনি। মামলা করেছে সিবিআই। সিবিআই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে নেই। এদিন শুনানি পর্ব শেষ হলেও এই বিষয়ে শীর্ষ আদালতের তরফে কিছু জানানো হয়নি। মামলাটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্যের মুখ্যসচিব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্যের মুখ্যসচিব । একাধিকবার শিক্ষা কেলেঙ্কারির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর প্রক্রিয়া নিয়ে কঠোর অবস্থান জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।বিস্ময় প্রকাশ করে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে বিচারপতি আরও বলেন, " আপনি প্রভাবশালী ছিলেন। তবে এতটাই প্রভাবশালী যে ক্রিমিনাল প্রক্রিয়ার ওপরে পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এটা প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্র। মুখ্যসচিবের পেন উঠছে না? এমন অবস্থার কথা কল্পনাও করা যায় না। সবই আমরা বুঝি। গোপনে যখন আপনার বন্ধু আছেন তারাই আপনার জামিনের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।" পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বলেন বিচারপতি।তবে বারংবার আদালতের নির্দেশ না মানায় এবার মুখ্যসচিবের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি।

এদিন এই মামলার শুনানিতে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে তুলোধনা করে বিচারপতি বলেন, 'পার্থ মন্ত্রী না থাকলেও তার ক্ষমতা আদালতে বসেই বেশ বুঝতে পারছি।' বিচারপ্রক্রিয়া শুরু নিয়ে আদালতে রাজ্যের আইনজীবী জানান, 'আমদের সাত সপ্তাহ সময় লাগবে।' একথা শুনতেই বিচারপতি বাগচি বলেন, 'খুব খারাপ। এটা ইচ্ছাকৃত দেরি।'

মুখ্যশচীবের ভূমিকায় বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, "এটা কী আপনাদের আদালত অবমাননার কৌশল? আমাদের নির্দেশের অবমাননা হচ্ছে। এই মামলা দ্রুত হওয়ার গুরুত্ব বুঝুন। সিরিয়াস ম্যাটার। আপনি এজি হয়ে যদি না বোঝেন, আদালতের নির্দেশের অবমাননা করেন , তাহলে তা বিচারব্যবস্থার অপমান।"

মুখ্যসচিবকে তুলোধোনা করে বিচারপতি বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ ল্যাথার্জি হতে পারে না। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিশ্বাস থাকে। এভাবে স্টান্ট চলে না।" বিরাট বড় পর্যবেক্ষণ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, "জানমতাম আপনারা খুব ভালো বন্ধু। আপনার বন্ধুরা আপনাকে রক্ষা করছে। এবার এই মামলায় শেষ দিনেও যদি রাজ্য অনুমোদন না দেয় তাহলেও আর অবাক হব না। এই স্ট্র্যাটেজি খুব ভালো বুঝি আমরা।"

আগেই রাজ্যের কাছে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার অনুমোদন চেয়েছিল সিবিআই । জানুয়ারি মাসে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কতদিন সময় লাগবে তা জানতে চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল আদালত। তবে আদালতের নির্দেশকে কোনও তোয়াক্কা না করে এখনও সেই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারেন নি মুখ্যসচিব।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যারা ভাবছে যে আমার ক্ষতি করেছে , তাদের ধারণাটাই ভুল ঈশ্বর তার প্রমান দেবে সময় মতো। হাজার ক্ষতি করতে চাইলেও ঈশ্বর সর্বদাই সৎ মানুষের সাথে থাকে তার প্রত্যক্ষ পরমান আমি নিজে। আমাদের পুকুরের বিষ দিয়ে করতে করতে চেয়েছে ঈশ্বর তার বিচার করবে অনিবার্য, তাই আমরা ঈশ্বর মানি আর নাই বা মানি সারা বিশ্বজুড়ে মায়ের প্রভাব বিস্তার লাভ করে রয়েছে এই ধরাধামে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

উচিত ছিল ভারতের। ভারতের দুটি কারণে এই ভূমিকা নেয়া উচিত। তালেবানের ওপর পাকিস্তানের প্রভাব রুখে দেয়া এবং কাবুলে যাতে এমন একটি প্রশাসন দায়িত্ব নেয়, যাদের সঙ্গে নয়াদিল্লি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস।

বর্তমানে তালেবান নিয়ন্ত্রিত দেশটির সঙ্গে ৬টি দেশের সীমান্ত রয়েছে। এর ফলে অনেক দেশ এক প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এদিকে তালেবানের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার পর আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কিত অনেক দেশ।

কৌশলগতভাবে এগিয়ে থাকায় গত কিছুদিনে আফগানিস্তান ইস্যুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চীন। এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন নয়াদিল্লি সফরে এসে আফগানিস্তানে চীনের ভূমিকাকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করে গিয়েছেন।

অন্যদিকে আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী হলেও এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে ভারত। কিন্তু এখন পুরো আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ তালিবানের হাতে চলে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে দেশটি।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আফগানিস্তানের ভবিষ্যত যুদ্ধের মাঠে ঠিক হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু সেটি যদি আলোচনার টেবিলেও ঠিক হয়ে তাতে ভারত খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে না বলেই মনে হয়।

আফগান ইস্যুতে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগে ভারত। আফগানিস্তানে পাকিস্তান কিংবা চীন- কোনো রাষ্ট্রের কার্যক্রমেই নির্ভাবনায় থাকতে পারছে না দিল্লি।

চীন-আফগানিস্তান এখন নয়াদিল্লির জন্য বড় চিন্তার কারন হয়ে উঠেছে। ২০১৮ সালে কাতারের রাজধানী দোহায় আফগান শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের নীতি ছিলো 'ওয়েট এন্ড ওয়াচ' অর্থাৎ অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা; কিন্তু এখন আর তাদের তালেবানকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভারতের নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভোটদান প্রক্রিয়া সফলতা পেয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিভিটিজি (বিশেষত বিপন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী) সম্প্রদায় এবং অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার ভারতের নির্বাচন কমিশনের গত দু-বছরের প্রয়াস বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাদের নজরকাড়া উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রেট আন্দামানে শমপেন উপজাতির লোকেরা এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথমবার ভোট দিল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পিভিটিজিদের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনকে বিগত দু-বছর ধরে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস নিতে দেখা যায়। ভোটার হিসেবে এই সম্প্রদায়ের লোকেদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার এবং তাদেরকে ভোটদান প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করতে নানা প্রয়াস গ্রহণ করে কমিশন। ভোটার তালিকার সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে কমিশন কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজ্যে যেখানে পিভিটিজিদের বসবাস রয়েছে সেইসব জায়গায় বিশেষ শিবির করে ভোটার তালিকায় তাদের নাম তোলার উদ্যোগ নেয়। উল্লেখ করা যায় যে ২০২২-এর নভেম্বর মাসে পুনেতে সাংবাদিক সম্মেলনে ২০২৩-এর ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার জোর দিয়ে বলেছিলেন, পিভিটিজি সম্প্রদায়কে দেশের গর্বিত ভোটদাতা হিসেবে তুলে ধরতে কমিশন তাদের কাছে পৌঁছনোর বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। কয়েকটি রাজ্যের চিত্র

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশে তিন শ্রেণীর পিভিটিজি সম্প্রদায় রয়েছে। এরা হল, বাইগা, ভারিয়া এবং সাহারিয়া। ২৩টি জেলার মোট ৯,৯১,৬১৩ পিভিটিজি জনসংখ্যার ৬,৩৭,৬৮১ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক এবং ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই রাজ্যে দু-দফার ভোটে বাইগা এবং ভারিয়া আদিবাসীদের মধ্যে ভোট দানে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে তাঁরা সকাল সকাল এসে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। গণতন্ত্রের এই মহান উৎসবে তাঁদের যোগদান সুনিশ্চিত করতে এই উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আদিবাসী এই গোষ্ঠীগুলিকে ভোটদানে উৎসাহিত করতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে আদিবাসী থিমে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। রাজ্যের দিনদরি গ্রামে এই জাতীয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বিশেষভাবে নজর কাড়ে।

কর্ণাটক

এই রাজ্যে পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল এলাকায় জেনু কুরুবা এবং কোরাগা পিভিটিজিদের বসবাস। সাধারণ নির্বাচনের আগে কর্ণাটকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সামাজিক এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই শ্রেণীর যোগ্য ভোটারদের শতকরা ১০০ ভাগ নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। জেলা এবং বিধানসভা ভিত্তিক আদিবাসী কল্যাণ কমিটি গঠন করা হয়, যারা নিয়মিতভাবে পিভিটিজি সম্প্রদায়কে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম তোলার জন্য নিয়মিত উৎসাহ দেন। নির্বাচনী আধিকারিকরা এই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং নির্বাচন তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরাণ্বিত করার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার ৫৫,৮১৫ জন পিভিটিজি-র মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে চিহ্নিত ৩৯,৪৯৮ জনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই রাজ্যে ভোট গ্রহণের দিন ৪০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রকে অনন্য আদিবাসী থিমে সাজিয়ে তোলা হয়। তার ফলে এই ভোটদাতাদের মধ্যে ভোটদানে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

কেরালা

কেরালায় ৫টি সম্প্রদায়কে পিভিটিজি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এরা হল, কাসারাগো জেলার কোরাগা, মাল্লাপুরাম জেলার নিলাম্বুর উপত্যকার ছোলানাইকায়ান, পালাকাড জেলার আত্তাপাত্তির কুরুম্বার পালাকাড এবং ত্রিশূর জেলার পারাম্বিকুলামের কাদার, ওয়াইনার, কোজিকোর, মাল্লাপুরাম এবং পালাকাড জেলার কাট্টুনিকান সম্প্রদায়। ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এদের মোট জনসংখ্যা ৪,৭৫০ জন। এদের মধ্যে ৩,৮৫০ জনের নাম সাফল্যের সঙ্গে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এদের নিয়ে আসতে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটার সাক্ষরতা ক্লাব প্রভৃতির মাধ্যমে এদেরকে ভোটদানে উৎসাহিত করা হয়। কুরুম্বা আদিবাসী ভোটারদের মধ্যে ভোটদানে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে জঙ্গলের এক সুগম এলাকায় এসে পৌঁছলে যেখান থেকে তাঁদের কেরালার সাইলেন্ট উপত্যকার মুক্কালি এলাকার ভোটদান কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়। এইসব ভোটারদের অনেকেরই বয়েস ৮০-৯০ বছরের মধ্যে। এতদসত্ত্বেও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার ছিল চোখে পড়ার মতো। ৮১৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪১৭ জন ছিলেন মহিলা।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রিয়াং সম্প্রদায় নিজ গুণে সমৃদ্ধ। ধালাই, উত্তর, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা বিভিন্ন পার্বত্য এবং দুর্গম এলাকার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে এদের বাস। ব্রু সম্প্রদায়ও রিয়াং গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। মিজোরাম থেকে তাঁরা ত্রিপুরায় চলে আসেন। বিভিন্ন সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাঁরা বসবাস করেন। ওড়িশা

ওড়িশায় পিভিটিজি সম্প্রদায়ের ১৩টি গোষ্ঠী রয়েছে। এরা হলেন, পাউদি ভুঁইয়া, জুয়াং, সাউরা, লঞ্জিয়া সাউরা, মাঙ্কিরদিয়া, বিহোর, কুটিয়া কোন্ধা, বোন্দো, দিদাই, লোধা, খারিয়া, চুকুটিয়া, ভুঞ্জিয়া, ডোঙ্গারিয়া কোন্দ। এদের মোট জনসংখ্যা ২,৬৪,৯৭৪। সার্বিক প্রয়াসের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ অর্থাৎ যোগ্য ১,৮৪,২৭৪ জন পিভিটিজি ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ভোটদানে সচেতনতা গড়ে তুলতে ভোটার শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। আদিবাসী চিত্র, লোককলা, বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠান, শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার কাজ সফল হয়। পিভিটিজি এলাকাগুলিতে ভোটার সচেতনতা গড়ে তুলতে মক পোলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। তাতে প্রায় ২০,০০০ জন অংশ নেয়। 'ভোটদান নিশ্চিত করুন' এবং 'আমার ভোট কেউ কিনতে পারবে না', এই জাতীয় জনসচেতনতামূলক বার্তা বিভিন্ন নান্দনিক চিত্রের মাধ্যমে নানা জায়গায় ফুটিয়ে তোলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্যই হল এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষমতায়ন। ওড়িশায় পিভিটিজিদের মধ্যে পাউদি ভুঁইয়া আদিবাসী গোষ্ঠী বোনাই জেলায় নির্বাচন আধিকারিকদের উৎসাহে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এইসব এলাকাগুলিতে ৬৬৬টি থিম ভিত্তিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং ভোটদাতারা যাতে সহজেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন, তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই রাজ্যে চতুর্থ থেকে সপ্তম দফায় ভোটদান অনুষ্ঠিত হবে।

বিহার

বিহারে ১০টি জেলায় ৫টি পিভিটিজি সম্প্রদায় রয়েছে। এরা হল- মাল পাহাড়িয়া, সাউরিয়া পাহাড়িয়া, পাহাড়িয়া, কোরোয়া এবং বীরহোর। এদের মোট জনসংখ্যা ৭,৬৩১। যোগ্য ভোটার ৩,১৪৭ জনেরই ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছে। চলতি ভোটদান প্রক্রিয়ায় এদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে মতদাতা আবেদন পত্র সহ ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়।

ঝাড়খণ্ড

ঝাড়খণ্ডে ৩২টি আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে ৯টি পিভিটিজি সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা হল- অসুর, বীরহোর, বীরজিয়া, কোরোয়া, মাল পাহাড়িয়া, পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া, বাইগা এবং সাভার। ঝাড়খণ্ডে পিভিটিজি এলাগুলিতে বিশেষত পাহাড়ি এলাকায় বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে ১,৬৯,২৮৮ জন যোগ্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই রাজ্যে পিভিটিজি জনসংখ্যা ২,৫৮,২৬৬। গুজরাট

গুজরাটের ১৫টি জেলায় পিভিটিজি সম্প্রদায়ের বাস। এদের মধ্যে রয়েছে কোলঘা, কাটোধি, কোতোয়ালিয়া, কাধার এবং সিদ্ধি। রাজ্যে ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত পিভিটিজি ভোটদাতার সংখ্যা ৮৬,৭৫৫। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে তৃতীয় পর্যায়ে গুজরাটে ভোট।

তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ুতে ৬টি পিভিটিজি সম্প্রদায় রয়েছে। এরা হল- কুট্টুনায়াকান, কোটা, কুরুম্বা, ইরুলার, তানিয়ান এবং টোডা। এদের মোট জনসংখ্যা ২,২৬,৩০০। এদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ১,৬২,০৪৯ জনের নাম ভোটার তালিকায় পিভিটিজি সম্প্রদায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোয়েম্বাটোর, নীলগিরি, তিরুপাতুর এলাকায় এদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পায়ে হেঁটে, জলপথ পেরিয়ে উৎসাহী ভোটাররা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছান। লোকসভা নির্বাচনে ভোটদান সুনিশ্চিত করতে তাদের এই উৎসাহ বিশেষ নজর কাড়ে।

ছত্তিশগড়

ছত্তিশগড়ে ১৮টি জেলায় পিভিটিজি জনসংখ্যার ১,৮৬,৯১৮ জনের মধ্যে ৫টি গোষ্ঠী হল যথাক্রমে- আবুজমাদিয়া, বাইগা, বিহোর, কামার এবং পাহাদিপোরোয়া। প্রাপ্ত বয়স্ক ১,২০,৬৩২ জনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভোটদান প্রক্রিয়ায় এদের যোগদান সুনিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। গারিয়াবাঁধে ভোটার প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করা হয়। কাঙ্কেরে অতিরিক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়। তাবিরধাম জেলায় পরিবেশ বান্ধব ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বাইগা আদিবাসী থিমের ওপর ভিত্তি করে তা তৈরি হয় এবং সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিক বর্জিত সামগ্রী দিয়ে অর্থাৎ বাঁশ, ফুল, লতাপাতা প্রভৃতির মাধ্যমে এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অলঙ্করণ করা হয়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ১০০ শতাংশ ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মহাসমুন্দ জেলায় চুনাইমাদাই উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ভোটদানে তাদের মধ্যে উৎসাহ গড়ে তোলা হয়। কবিরধাম জেলার রাজনন্দগাঁও পরিবেশ বান্ধব ভোটগ্রহণ কেন্দ্র

গারিয়াবাঁধ জেলার কুলহাদিঘাট গ্রামে মহাসমুন্দ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র- পিভিটিজি সম্প্রদায় কামার গোষ্ঠী।

৩ পাতার পর

নবীনের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা

মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫৭.০২ কোটি টাকার। এর মধ্যে ভুবনেশ্বরে নবীন নিবাস নামের যে বাড়িটি আছে সেটার দাম ১৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। এই বাড়িটির এক তৃতীয়াংশের মালিক নবীন। দিল্লিতে তাঁর একটি বাংলো আছে যার দাম প্রায় ৪৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। এই বাড়িটির অর্ধেকের মালিক ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। নবীনের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিসে বিনিয়োগ রয়েছে।

সিনেমার খবর

সামান্থা কী করলেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একটা লম্বা সময় একসাথে বাস করেছেন। তারপর ২০১৭ সালে ধুমধাম করে বিয়ে হয় সামান্থা রুথ প্রভু ও নাগা চৈতন্যর। দক্ষিণী আচার ও খ্রিস্টান রীতিনীতি মেনে বিয়ে হয় তাদের। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বাড়তে থাকতে জটিলতা।

শেষমেশ বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন দু'পক্ষই। তবে বিবাহবিচ্ছেদ যে সামান্থাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে, তা বিভিন্ন সময় কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি অভিনেত্রী শোভিতা ধূলিপালা ও সামান্থার প্রাক্তন স্বামী নাকি জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছেন। শোভিতার দেওয়া ছবি ঘিরে এমনই জল্পনা অনলাইন মাধ্যমে। এর মাঝেই নিজেই নিজের বিয়ের পোশাক ছিড়ে ফেললেন সামান্থা। কেন এমনটা করলেন, সেই যুক্তি নিজেই দিয়েছেন অভিনেত্রী।

সাদা নেটের গাউন। তাতেই ফুলের নকশা করা। এমন পোশাক পরে নাগাকে বিয়ে করেন সামান্থা। কিন্তু সেই পোশাককেই ছিঁড়ে নতুন করে তৈরি করলেন সামান্থা। জামাকাপড়ের অপচয় বন্ধ করতেই এমন উদ্যোগ নাকি অভিনেত্রীর। সাদা বিয়ের গাউনকে কেটে বানিয়েছেন কালো রঙের ককটেল ড্রেস। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে সেই পোশাক পরেই যান তিনি। অবশ্য শুধু সামান্থা নন, আলিয়া ভাট থেকে অনুষ্কা শর্মা - অনেকেই সম্প্রতি জামাকাপড়ের অপচয় বন্ধের কথা বলছেন।

পুরানো পোশাককে নতুনভাবে তৈরি করার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমার মনে হয়, প্রকৃতির স্বার্থেই আমাদের সকলের এ বার এগিয়ে আসা উচিত। কারণ, প্রকৃতিকে আর অবহেলা করার জায়গায় আমরা নেই। আমি আমার পুরনো একটা পোশাককে নতুন করে তৈরি করেছি। আমি গত কয়েক বছর নিজের যাপনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছি তাতেই বুঝেছি, যে কোনও জিনিসের অপচয় বন্ধ হওয়া উচিত। আপনারাও এগিয়ে আসুন।'

চূর্ণী আবারও বোমা ফাটালেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে নারীদের সুরক্ষার জন্য আবেদন করেছেন অভিনেত্রী দামিনী বেণী বসু। তার সমর্থনে এগিয়ে এলেন আরেক অভিনেত্রী চূর্ণী গাঙ্গুলিও। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার সকালে ফেসবুক লিখেছেন চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। বছর ছয়েক আগে ইনস্টাগ্রামে 'মিটু' নিয়ে একটি পোস্টের কথা উল্লেখ করেন চূর্ণী। সেই পোস্টে চূর্ণী লিখেছিলেন, 'আমি হয়তো ছোট ছিলাম, কিন্তু আমি ভুলিনি। শিশু নির্যাতনের এক নীরব শিকারের দীর্ঘ দিনের জমে থাকা কান্না! শুধু মাত্র বলতে পারিনি বলে এত বছর চুপ থাকা।' সেই পোস্টের কথা পুনরায় উল্লেখ করে লিখেছেন,

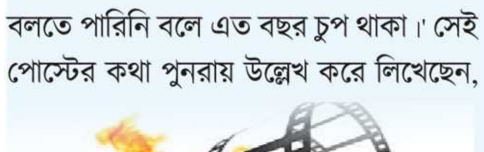

'অপরাধীর শাস্তি হয়নি। তবে আমার বিশ্বাস কর্মফল পাবে সে।'

অভিনেত্রী যখন বছর বারোর কিশোরী, নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। সেই ক্ষত আজও অমলিন। এখনও অপেক্ষায় আছেন চূর্ণী, এক দিন সেই ব্যক্তি ক্ষমা চাইবে তার কাছে। তার মতে, তাকে সারা জীবনের জন্য যে ক্ষত দিয়েছে, মানসিক আঘাত দিয়েছে সেটার জন্য অন্তত এটুকু সেই ব্যক্তি করতেই পারে। অভিনেত্রী লিখেছেন, 'সে তো এই ভেবেই স্বচ্ছন্দে আছে যে, আমি ওর নাম প্রকাশ্যে আনতে পারব না। আর ঠিক এই কারণেই সে ১২ বছরের মেয়েটির সুযোগ নিয়েছিল, যে এখনও ঘটনাটি নিয়ে বিভ্রান্ত।'

ঘটনার স্মৃতি আজও টাটকা। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, একই সঙ্গে অবিশ্বাসের পাহাড়। সুযোগ বুঝে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন। গলা শুকিয়ে কাঠ, দ্রুত হৃদস্পন্দন নিয়ে ১২ বছরের কিশোরী সেদিন ভেঙে পড়েছিল, ভয়ে কাঁপছিল। নিষ্পাপ ছোট্ট হৃদয়টি সেই অপরাধীকে বিশ্বাস করে ফেলেছিল সেদিন!

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, বেণী বসুর আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি তা করতে পারেননি। তাই ফেসবুক 'পোস্টের' মাধ্যমে সমর্থন জানাচ্ছেন তিনি। 'তবে শুধু নাট্যজগতেই নয়, সমাজের যে কোনও ক্ষেত্রেই নারীদের সুরক্ষার কথা ভাবতে হবে' এ কথা বলে বাকিদেরও নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদের আহ্বান জানিয়েছেন অভিনেত্রী। চূর্ণী আরও লিখেছেন, 'আমি অপেক্ষায় আছি, যদি কখনও ক্ষমা চাইতে আসে। যদিও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, ওর বিকৃত স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না! ওর অঙ্গভঙ্গি নিয়ে আজও আমি বিরক্ত।'

৬০ বছর বয়সী আইনজীবীর মাথায় মিস ইউনিভার্স বুয়েন্স আয়ার্সের মুকুট!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার ৬০ বছর বয়সী আইনজীবী ও সাংবাদিকের মাথায় উঠলো মিস ইউনিভার্স বুয়েন্স আয়ার্সের মুকুট। এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আলেজান্দ্রা রদ্রিগেজ ইতিহাস গড়ে এ মুকুট জিতলেন। ১৮ থেকে ৭৩ বছর বয়সী ৩৪ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে এই মুকুট নিজের করলেন তিনি।

মে মাসে তিনি এবার জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় লড়বেন। আর সেখানে বাজিমাত করলেই আর্জেন্টিনার হয়ে গ্লোবাল মিস ইউনিভার্স সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন রদ্রিগেজ।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে গ্লোবাল মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আসর বসবে মেক্সিকোতে। সম্প্রতি আগের প্রথা থেকে বেরিয়ে এসেছে বিশ্ব সুন্দরীদের এই প্রতিযোগিতা। এখন সেখানে বিবাহিত, মায়েরা, ডিভোর্সি ও স্থূলকায় নারীরাও অংশ নিতে পারছেন।

২০২৩ সালে গ্লোবাল মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা থেকে বয়সের বাধ্যবাধকতাও তুলে দেয়া হয়। ১৮ থেকে সব বয়সী নারীরাই এখন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছেন। আগে ২৮ বছরের বেশি বয়সী কেউ এই প্রতিযোগিতার মুকুট জেতেনি। রদ্রিগেজ বলেছেন, 'আমরা একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলাম। নারীরা কেবল শারীরিক সৌন্দর্যই উপস্থাপন করে না, তারা একধরনের মূল্যবোধও তৈরি করে। আমি সেই প্রথম প্রজন্ম যে নতুন কিছুর শুরু করলো।'

ইন্টারনেটেও সাড়া ফেলেছেন এই ৬০ বছর বয়সী সুন্দরী। এক ইন্সটাগ্রাম ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'তার বয়স ৬০ বছর, এটা হতেই পারে না!' আরেকজন লিখেছেন, 'তাকে এটা জিততেই হবে। আজকার দিনে মিস ইউনিভার্স সংস্থা এমন একজন নারীর সন্ধান করছে যার বক্তৃতা ভালো, সামাজিক প্রকল্প রয়েছে এবং যিনি ভালোভাবে প্রস্তুত।'

মিস ইউনিভার্স বুয়েন্স আয়ার্স কর্তৃপক্ষ বলেছে, 'তিনি (রদ্রিগেজ) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, একজন পেশাদার নারী এবং বুয়েন্স আয়ার্স প্রদেশকে জাতীয় পর্যায়ে ভালোভাবে উপস্থাপনের জন্য যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল।'

ধূমপানে আসক্ত ছিলেন বিদ্যা বালান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিগারটের ধোঁয়ার গন্ধ বরাবরই উপভোগ করলেও এতে কখনও আসক্তি ছিল না অভিনেত্রী বিদ্যা বালানের। তবে দ্য ডার্টি পিকচারের শুটিং করতে গিয়ে ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়েন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিদ্যা জানান, দ্য ডার্টি পিকচার সিনেমাতে ঘন ঘন ধূমপানের দৃশ্যে অভিনয় করতে হতো। তাতেই সিগারেটের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন তিনি। দিন তিনটে করে সিগারেট লাগত অভিনেত্রীর। তবে সেই আসক্তি নাকি উপভোগই করতেন অভিনেত্রী।

বিদ্যা বলেন, আমার ছোটবেলা থেকেই সিগারেটের গন্ধটা ভালো লাগত। কলেজ যাওয়ার সময় বাসের জন্য যখন দাঁড়িয়ে থাকতাম, আশপাশে যারা ধূমপান করতেন, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম আমি।

সে সব অবশ্য পুরনো গল্প। ধূমপানকে অবশ্য এখন জীবন থেকে বিদায় দিয়েছেন তিনি। তা পুরোপুরি স্বাস্থ্যের কারণে।

আইপিএল মাতিয়েও

ভারতের বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়তে পারেন যারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বেশিরভাগ দলই তাদের স্কোয়াড সাজিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যগুলোর মতে আইপিএলে দুর্দান্ত ছন্দে থাকলেও বেশকিছু তরুণ ক্রিকেটারকে বাদ দিয়েই গড়া হবে বিশ্বকাপের স্কোয়াড।

বিশ্বকাপের আগে আর কোনো সিরিজ না থাকায় আইপিএল খেলেই সরাসরি বিশ্বকাপে নামবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে তাদের। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর মতে আইপিএলে ভালো খেললেও একাধিক তারকা বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ পাবেন না।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রায়াঙ্ক পরাগ, মায়াঙ্ক, অভিষেক শর্মা, হারশিত রানার মতো তরুণরা এবারের আইপিএলে দুর্দান্ত খেলছে। তবে, তাদের স্কোয়াডে সুযোগ দিতে নারাজ নির্বাচকরা। কারণ বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে হুট করেই কাউকে নামিতে দিতে চাইছে না বোর্ড।

বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, তাদের বিশ্বকাপে না খেলিয়ে আগে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে খেলানো হবে। কারণ ভবিষ্যতের কথা মাথায় নিয়ে তাদের তৈরি করতে চায় বোর্ড।

শেষ ম্যাচ জিতে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে

সিরিজ ড্র করল পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পঞ্চম ম্যাচ সিরিজের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৯ রানে হারিয়ে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি ২-২-এ ড্র করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান মূলত ম্যাচটি জিতেছে বাবর আজমের দায়িত্বশীল ব্যাটিং আর শাহিন আফ্রিদির অসাধারণ বোলিংয়ে। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পাকিস্তান টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা পাকিস্তানকে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৮ রান তুলতে সাহায্য করেছে বাবরের ফিফটি। এরপর নিউজিল্যান্ডকে ১৯.২ ওভারে ১৬৯ রানে অলআউট করতে ৪ উইকেট নিয়েছেন আফ্রিদি। ব্যাটিংয়ে নেমে দ্বিতীয় ওভারে সিয়াম আইয়ুবের উইকেট হারায় পাকিস্তান। দলের রান তখন মাত্র ৮। বাবর আজম এরপর জুটি গড়েন উসমান খানের সঙ্গে। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে বাবরের সঙ্গে ৭৩ রান তুলে আউট হয়ে ফেরেন তিনিও। আউট হওয়ার আগে ২৪ বলে ৩ চার ও ১ ছয়ে ৩২ রান করেছেন উসমান।

বাবর এরপর জুটি গড়েন ফখর জামানের সঙ্গে। বাবর-ফখরের তৃতীয় উইকেট জুটিতে আসে ৪২ রান। জুটি ভাঙে বেন সিয়ার্সের বলে বাবর বোল্ড হয়ে ফিরলে। আউট হওয়ার আগে ৪৪ বলে ৬ চার ও ২ ছয়ে ৬৯ রান করেন বাবর। ফখর জামান আউট হয়েছেন ৩৩ বলে ৪৩ রান করে।

এরপর বড় আর কোনো জুটি হয়নি। তবুও পাকিস্তান ১৭৮ রান তুলতে পারে শাদাব খানের ৬ বলে অপরাজিত ১৫ রানের ইনিংসে।

রান তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ড প্রথম ওভারেই উইকেট হারায়। টম ব্ল্যান্ডেলকে তুলে নেন আফ্রিদি। দ্বিতীয় উইকেটে অবশ্য টিম সেইফার্ট ও মাইকেল ব্রেসওয়েল ৪৫ বলে ৭৬ রানের জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডের ইনিংসটাকে পথে রাখেন।

কিন্তু এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পড়ায় শেষ পর্যন্ত আর লক্ষ্য পেরোতে পারেনি কিউইরা। সেইফার্ট ৩৩ বলে ৫২ রান করে আউট হয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অপরাজিত ৩৮ রান করেছেন সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামা জশ ক্লার্কসন। আফ্রিদি ৪ উইকেট নিতে ৪ ওভার বল করে দিয়েছেন ৩০ রান। ম্যাচ ও সিরিজ সেরা হয়েছেন তিনিই। সিরিজ সর্বোচ্চ ৮ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

জোড়া গোলে মায়ামিকে জেতালেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) লিওনেল মেসির গোলের ধারা চলছেই। আগের ম্যাচে ন্যাশভিলের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছিলেন। এবার ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে আজ রবিবার নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিপক্ষে আবার জোড়া গোল করেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। ইন্টার মায়ামিকে ৪-১ ব্যবধানের জয় এনে দিয়েছেন। ম্যাচটিতে ৪-১ গোলে জয় পায় মায়ামি।

রবিবার ভোর সাড়ে ৫টায় এমএলএসের ম্যাচে মাঠে নামে ইন্টার মায়ামি ও নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশন। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানটা আরও সুসংহত করেছে ইন্টার মায়ামি। ১১ ম্যাচে ৬টি জয় ও ৩ ড্রয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে তারা। দুই কনফারেন্স মিলিয়েও একই অবস্থানে মেসির দল। দ্বিতীয় স্থানে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির পয়েন্টও ১১ ম্যাচে সমান ২১। তবে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকার কারণে পয়েন্ট তালিকায় তাদের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। ইন্টার মায়ামির গোল ব্যবধান ১০, গ্যালাক্সির ৬।

জিলেট স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ইন্টার মায়ামির পক্ষে ছিল না। প্রায় ৬৬ হাজার দর্শকের সামনে স্বাগতিক নিউ ইংল্যান্ড ম্যাচের ৪০ সেকেন্ডেই এগিয়ে যায়। তবে সমতায় ফিরতে বেশি সময় নেয়নি মায়ামি। ৩২ মিনিটে বুসকেটসের বাড়ানো বল থেকে মেসি সমতা আনেন। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-১ গোলে।

৬৭ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন মেসি। বুসকেটসের পাসে বক্সে বল পেয়েই শটে জালে পাঠান মেসি। তাতে রেকর্ডেও নাম লেখান মেসি। মেজর লিগ সকারে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা পাঁচ ম্যাচে দুই বা তার বেশি গোলে অবদান রাখেন।

৮৩ মিনিটে মেসি আবারও বক্সে বল পেয়ে শট নেন। নিউ ইংল্যান্ড গোলকিপার তা ফিরিয়ে দিলে বল জালে পাঠান ক্রামাশ্চি। পরের গোলেও আছে মেসির ছোয়া। বক্সের খানিকটা বাইরে বল পান মেসি। সামনে থাকা এক ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে পাস দেন বাঁ-পাশে থাকা সুয়ারেজকে। চিপ শটে স্কোর ৪-১ করেন সুয়ারেজ।

মেসি পাসটি দেওয়ার সময় বক্সে ছিলেন ইন্টার মায়ামির পাঁচ খেলোয়াড়। এই অ্যাসিস্টেও দারুণ এক রেকর্ড গড়েছেন মেসি। এমএলএস এর ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে মৌসুমে প্রথম ৭ ম্যাচে অন্তত ১৫ (১৬) গোলে অবদান রাখলেন মেসি। চলতি মৌসুমে লিগে মেসি গোল করেছেন ৯টি, যা তাকে এরই মধ্যে লিগের সর্বোচচ গোলদাতার আসনে বসিয়েছে। অ্যাসিস্ট করেছেন চারটিতে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমে মেসির গোল হলো ১১টি, অ্যাসিস্ট ছয়টি।

চ্যাম্পিয়নস লিগ নিশ্চিত করল বায়ার্ন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বুন্দেসলিগার এই মৌসুমে শিরোপার লড়াই আগেভাগেই শেষ হয়ে গেছে হ্যারি কেনের। তবে ব্যক্তিগত অর্জনের তালিকায় নতুন অধ্যায় যোগ করলেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। এইনট্রাক্ট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন। এই জয়ে পরের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিল জার্মান জায়ান্টরা। ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন কেন। বাভারিয়ানদের জার্সিতে অভিষেক মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪২ গোল হলো তার। এর আগে ২০১৭-১৮ মৌসুমে টটেনহামের হয়ে ৪১ গোল করেছিলেন তিনি। খেলার নবম মিনিটেই গোলের দেখা পান কেন। সতীর্থের ক্রসে বল পেয়ে নয় গজ দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে নিজের গোলটি করেন ইংলিশ তারকা। ক্লাব ও জাতীয় দলের জার্সিতে এটি কেনের ৪০০তম গোল। কেনের ঝুলিতে যোগ হয়েছে আরও দু'টি কীর্তি। বুন্দেসলিগায় ১৭টি প্রতিপক্ষের মধ্যে ১৬টির বিপক্ষেই গোল করেছেন তিনি। একই রেকর্ড আছে জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলার (১৯৬৬০৬৭ ও ১৯৬৯-৭০) ও এইলটন (২০০৩-০৪) এবং পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডভস্কির (২০১৯-২০ ও ২০২০-২১)।

তবে একটি জায়গায় কেন আলাদা। বুন্দেসলিগার ইতিহাসে তিনিই প্রথম ফুটবলার যিনি অভিষেকেই ১৭টি প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই হয় গোল অথবা অ্যাসিস্ট করেছেন। এবারের বুন্দেসলিগায় এখন পর্যন্ত ৪২ ম্যাচে ৩৫ গোল করেছেন কেন। তার সামনে এখন লেভার ৪১ গোলের রেকর্ড ছোঁয়ার সুযোগ অপেক্ষা করছে। হাতে আছে আরও ৩ ম্যাচ।

এই জয়ের পরও বায়ার্ন শীর্ষে থেকে শিরোপা নিশ্চিত করা বায়ার লেভারকুসেনের চেয়ে ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে।

শেষ মুহূর্তে হার এড়িয়ে

শিরোপার অপেক্ষা বাড়ল পিএসজির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিরোপার হাতছানিতে মাঠে নেমে যেন চেনা পথটা হারিয়ে ফেলল পিএসজি। অবনমন এড়ানোর লড়াইয়ে থাকা লা হাভ্রের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ল দুই দফায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারলেও, আপাতত লিগের মুকুট ধরে রাখা নিশ্চিত করতে পারল না লুইস এনরিকের দল।

ঘরের মাঠে ২৭ এপ্রিল রাতে লিগ আঁর ম্যাচে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে শিরোপাধারীরা। এই ড্রয়ের পর লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোনাকোর চেয়ে ১২ পয়েন্টে এগিয়ে গেল পিএসজি।

জিতলেই তিন ম্যাচ হাতে রেখে নিশ্চিত শিরোপা-সরল এই সমীকরণে খেলতে নেমে ১৯তম মিনিটে পিছিয়ে পড়ে পিএসজি। বক্সের বাঁদিক থেকে বাঁ পায়ের শটে গোলটি করেন কোত দি ভোয়ার ডিফেন্ডার ক্রিস্টোফার।

১০ মিনিট পরেই অবশ্য সমতায় ফেরে স্বাগতিকরা। কাছ থেকে ডান পায়ের শটে গোলটি করেন তরুণ ফরাসি ফরোয়ার্ড বার্কোলা। যদিও সেই স্বস্তি তাদের বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি; ঘানার ফরোয়ার্ড আন্দ্রে আইয়ুর গোলে ফের এগিয়ে যায় হাভ্রে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই উসমান দেম্বেলেকে তুলে দলের সবচেয়ে বড় তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে নামান কোচ এনরিকে। তবে এই অর্ধের শুরুতে তাদের আক্রমণে তেমন ধার ছিল না। উল্টো ৬১তম মিনিটে গিনির মিডফিল্ডার আব্দুলাই তুরের সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়িয়ে স্মরণীয় এক জয়ের সম্ভাবনা জাগায় হাভ্রে।

৭৮তম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে পিএসজিকে লড়াইয়ে রাখেন মরক্কোর ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমি। কিন্তু আরেকটি গোলের দেখা আর মেলে না, তাতে গত সেপ্টেম্বরের পর লিগে প্রথম হারের শঙ্কা বাড়তে থাকে পিএসজি শিবিরে। অবশেষে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে হেডে দলকে কাঙ্ক্ষিত গোল উপহার দেন বদলি ফরোয়ার্ড গনসালো রামোস।

এই ম্যাচেই চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করতে পারলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ফরাসি কাপে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারতো পিএসজি। সেটাতো হলোই না, উল্টো ইউরোপ সেরার মঞ্চে মাঠে নামার আগে দুর্বল হাভ্রের বিপক্ষে এই হোঁচট এনরিকের দলের জন্য একটা ধাক্কাই বটে। আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে খেলবে পিএসজি।

'আমি মুখ খুললে আগুন লেগে যাবে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইয়ুর্গেন ক্লপ যুগে কোনো দ্বিধা ছাড়াই লিভারপুলের সেরা খেলোয়াড় মোহামেদ সালাহ। কিন্তু গত মার্চে ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফেরার পর খুব একটা ছন্দে নেই এই মিশরীয় ফরোয়ার্ড। ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ২-২ গোলের ড্রয়ের ম্যাচে তাকে শুরুর একাদশে রাখেননি ক্লপ।

তবে সালাহ বদলি হিসেবে মাঠে নামার আগেই ঘটে গেল এক অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য। ম্যাচ শেষ হতে ১৩ মিনিট বাকি আর, তখন ২-১ গোলে এগিয়ে লিভারপুল। বেঞ্চ থেকে একসঙ্গে তিন ফুটবলারকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত নেন ক্লপ। এমন সময় লিভারপুল কোচের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন সালাহ। এমনকি ক্লপের দিকে তেড়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেন তিনি। পরে তাকে থামান দারউইন নুনেস।

ম্যাচ শেষে সালাহর প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেছিলেন সাংবাদিকরা। কিন্তু টানেল দিয়ে যেতে যেতে সালাহ শুধু এটুকুই বলে যান, 'আমি মুখ খুললে, আগুন লেগে যাবে। হ্যাঁ আগুন।'

সেই ঘটনার বর্ণনা একদমই দিতে চাননি ক্লপ। ম্যাচশেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যেই কথা বলেছি ড্রেসিংরুমে। তা সেখানেই শেষ বলে আমি মনে করি।'

লিভারপুলের সাবেক স্ট্রাইকার পিটার ক্রাউচের এমন দৃশ্য একদমই ভালো লাগেনি। তিনি বলেন, 'এমনটা দেখতে ভালো লাগছিল না। এটা ক্লাবের জন্য ভালো নয়। ম্যানেজার ও গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের মধ্যে এমন বাক্য বিনিময় কেউই দেখতে চায় না।'

বোলারদের বাঁচাতে

সাহায্য চাইলেন অশ্বিন!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) চলছে রানের বন্যা। ব্যাটারদের এমন তাণ্ডবের মধ্যে যেন দিশেহারা নাবিক বোলাররা! তাদের খারাপ অবস্থার চিত্রটা স্পষ্ট পরিসংখ্যানে। চলতি মৌসুমে বোলাররা ওভারপ্রতি গড়ে ৯.৪৯ রান করে দিয়েছেন। এবার দলগুলো আড়াই শ রানের কোটাই ছুঁয়েছে ৭ বার। একটা টি-টোয়েন্টি আসরের মাঝপথে এমন পরিসংখ্যান অবাক করার মতোই।

বোলারদের এমন পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ গতকাল রাতে তিনি লিখেছেন, 'অনুগ্রহ করে কেউ "বোলারদের বাঁচান"।' পাশাপাশি 'এসওএস' শব্দটিও তিনবার লিখেছেন এই স্পিনার। এই ইংরেজি শব্দের অর্থ-'সেভ আওয়ার সোলস।' অর্থাৎ আমাদের জীবন বাঁচাও।

গতরাতে আইপিএল রীতিমতো রান উৎসব হয়েছে। ইডেন গার্ডেনে আগে ব্যাট করতে নেমে রানের পাহাড় গড়েছিল কলকাতা। স্বাগতিকদের সেই পাহাড় টপকাতে হলে বিশ্বরেকর্ড গড়তে হতো পাঞ্জাবকে। ২৬২ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৮ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় পাঞ্জাব।

কলকাতা-পাঞ্জাব ম্যাচ নিয়ে আরও দুটি পোস্ট করেছেন অশ্বিন। দুই ইনিংস মিলিয়ে রান হয়েছে ৫০০ এর বেশি। এ নিয়ে অশ্বিন লিখেছেন, 'টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ২৬০+ রান তাড়া করতে নেমে সর্বশেষ ২ ওভারেই বলে বলে রান উঠেছে। এটা হজম করতেও সময় লাগে।'

পাঞ্জাব-কলকাতা ম্যাচ নিয়ে অশ্বিনের শেষ পোস্ট, 'ধারাভাষ্যকার এই মাত্র বললেন ইডেন গার্ডেনের বাউন্ডারি সীমানার দৈর্ঘ্য স্বাভাবিক।' লেখার শেষে হাসির ইমোজি ব্যবহার করেছেন অশ্বিন। সর্বোচ্চ ৪২ ছক্কার রেকর্ড গড়া ম্যাচটি স্বাভাবিক বাউন্ডারি সীমায় খেলা হয়েছে-এটা কোনোভাবেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না অশ্বিন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR